بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (৩ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (সূরা আন্ নাহল: ১২৯)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, **'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'পবিত্র কুরআনে সকল আদেশ-নিষেধের মধ্যে তাক্বওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে'।**

অতএব তাক্বওয়া হচ্ছে সেই মৌলিক বিষয় যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে থাকে। আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তা আপনারা সবাই শুনেছেন আর আমি এর অনুবাদও বলে দিয়েছি। আল্লাহ্ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে। এখানে প্রথম কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা সে পথ অবলম্বন করে যা তাক্বওয়ার পানে নিয়ে যাবার পথ। অতএব এরফলে এটিও পরিস্কার হয়ে গেল যে পৃথিবীতে দু' ধরনের মানুষ আছে। এক তারা, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রকার পুণ্যকর্ম বা ভাল কাজ করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ তারা, যারা কিছু ভাল কথা ও ভাল কাজ করে ঠিকই কিন্তু তাদের দৃষ্টিপটে খোদা থাকেন না। অথবা প্রত্যেক কাজের সময় তারা একথা চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, আমাদেরকে দেখছেন। দ্বিতীয় প্রকার মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে অথবা নিদেনপক্ষে এতটুকু বিশ্বাস করে, একজন খোদা আছেন যিনি এই পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কিন্তু কোন কাজের বেলায় বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে না। কোন ভাল কাজ করলেও তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা করে না।

এছাড়া আরেক দল আছে যারা আদৌ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই দু'প্রকার মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন, আমি তাদের সাথে থাকি না বরং আমি প্রথম প্রকার লোকদের সাথে থাকি যারা তাক্বওয়ার পথে চলে। কিন্তু আল্লাহ্‌র 'রবুবিয়্যত' সিফত বা প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য এমনই যে, যারা তাক্বওয়ার পথে চলে না তাদেরকেও বিভিন্ন জিনিষ ও নিয়ামতরাজি থেকে ততটাই অংশ প্রদান করেন যতটা একজন খোদাভীরুকে দেন। তবে এ অংশ কেবল ইহ জাগতিক জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেমন সূর্যের আলো, বাতাস; এগুলো থেকে একজন মু'মিন ও খোদাভীরু যতটা কল্যাণ লাভ করে এক নাস্তিকও ততটাই লাভ করে। অনুরূপভাবে অন্যান্য জাগতিক বিষয় যেমন বিজ্ঞানের উন্নতি বা আধুনিক জ্ঞান, বিভিন্ন গবেষণা, নব্য আবিস্কারাদি ইত্যাদির জন্য মেধা খাটিয়ে এবং পরিশ্রম করে একজন নাস্তিকও ততটাই ফল পাবে যতটা একজন খোদাভীরু বা ন্যায়পরায়ণ লাভ করবে। উদাহরণ স্বরূপ কৃষী কাজ বা চাষাবাস করে এক নাস্তিক ও লাভবান হয় আর একজন মুত্তাকীও। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে না বা নাস্তিক অথবা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাদের উপর যদি আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত ও রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য কার্যকর না থাকতো তবে এক মুহূর্তের তরেও জীবনধারণ তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যেতো। অতএব পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য দু'টি পথ খোলা রেখেছেন অর্থাৎ একটি পথ পুণ্যের আরেকটি পাপের। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর মানুষকে কতক নিয়ামত সমভাবে দান করেছেন।

যাহোক এ বিষয়টি এখানে সুস্পষ্ট যে, প্রকৃতির নিয়ম সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে একই পরিস্থিতিতে কোন কোন সময় মু'মিন মুত্তাকীর প্রচেষ্টায় বেশি ফল দিয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বাহ্যতঃ একই ধরনের ক্ষেতে একই ধরনের ফসল দেখা গেলেও দোয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন বেশি হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন সিন্ধু প্রদেশে জমি চাষাবাদ করাচ্ছিলেন তখন প্রাথমিক পর্যায়ে দেখাশোনার জন্য জামাতের বুযূর্গদেরও পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন, হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব (রা.)। ইতিপূর্বেও একবার আমি এ কথা উল্লেখ করেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার সে এলাকায় সফরে যান, ফসল দেখছিলেন, সেবার কার্পাস চাষ করা হয়েছিল। হযরত মৌলভী সাহেব, যিনি একজন সাহাবীও ছিলেন তাঁর কাছে তিনি (রা.) জানতে চান, উৎপাদন আনুমানিক কতটা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তিনি তাঁর অনুমানের কথা বললেন। সেখানে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং অন্যরাও ছিলেন, যাদের মতে এ অনুমান ভুল ছিল। তারা বলছিলেন, হযরত মৌলভী সাহেব একটু বাড়িয়েই বলছেন। হযরত মৌলভী সাহেব তাদের কথা শুনে ফেলে বলেন, মিয়াঁ সাহেব! আমি যতটা অনুমান করেছি, ইনশাআল্লাহ্ কমপক্ষে অবশ্যই ততটা হবে। কেননা আমি এ ক্ষেতের চার কোনাতেই নফল নামায পড়েছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আমার নফল উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি করবে। বাস্তবে উৎপাদন ততটাই হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা একই আবহাওয়া আর ফসলের জন্য একই ধরনের সার বীজ ইত্যাদি ব্যবহারের পরও দোয়ার মাধ্যমে আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দেন এবং উৎপাদন বাড়িয়ে দেন।

জাগতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও একজন মুত্তাকী আল্লাহ্ তা'লার সাহচর্যের প্রমাণ পেয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ ঈমান রাখেন বস্তুজগত ছাড়া তাদের জন্য একটি

আধ্যাত্মিক জগতও রয়েছে, যার স্বাদ বস্তুবাদী মানুষ পায় না আর তা সম্ভবও নয়। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিতদের চিন্তা-চেতনা অনেক উঁচুস্তরের হয়ে থাকে। এ জগতের ঊর্ধ্বে থেকে তারা চিন্তা করেন। আর তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনেন এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে তাদের পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। দোয়ার জন্য হাত উঠালে তারা দোয়া গৃহীত হওয়ার নির্দশন দেখেন। এ যুগে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সত্যিকার সম্পর্ক গড়ার রীতি শিখিয়েছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক থাকায় সত্যস্বপ্ন, দিব্যদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বলেন, এভাবে হবে আর বাস্তবে হুবহু তেমনই ঘটে থাকে। সঙ্গে থাকার এটিও একটি অর্থ, আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন তাও পূর্ণ হবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ যদি তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে তারা এ জগতেও পুরস্কৃত হবে এবং পরকালেও।

অতএব মুত্তাকী যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে তখন সে ইহ ও পরকাল অর্থাৎ উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করে, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা সৎকর্ম করে তারাই মুত্তাকী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এমন সৎকর্মশীল মানুষ, যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম বা নেক কাজ করে তারাই কেবল তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন ধরনেরও কিছু লোক আছে যারা পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম করে ঠিকই কিন্তু তা খোদা তা'লার খাতিরে করে না। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুত্তাকীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সে অনুসারে প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক আর কেবল মন্দকর্ম থেকে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয় বরং পুণ্যকর্মে এবং উন্নত নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ হওয়াও আবশ্যক। এছাড়া খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাও আবশ্যক। কোন এক ব্যক্তির মাঝে এ বিষয়গুলো থাকলেই সে মুত্তাকী আখ্যায়িত হতে পারে। খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততা রক্ষার অর্থ কী? তা হলো, যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করার চেষ্টা করা আর যতদূর সম্ভব তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করা। অবস্থা যদি এরূপ দাঁড়ায় তাহলে কি হয় তা আল্লাহ্ তা'লা একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তাক্বওয়ার পরের ধাপের উল্লেখ করেছেন।

বলেছেন, وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ। মুহসিনের অর্থ হল, কাউকে পুরস্কৃত করা। কারো কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই তাকে দেয়া। এমন দানশীলদের মুহসিন বলা হয়। এছাড়া মুহসিনের আরেকটি অর্থ হলো, নিজের কাজের ক্ষেত্রে পরাকাষ্ঠা অর্জন। নিজ কর্ম সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান লাভ করা আর স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রতিটি কর্ম সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করা। মোটকথা মুহসিন দু'ধরনের হয়ে থাকে, প্রথমতঃ যে অন্যের প্রতি মমতার বশবর্তী হয়ে তাদের সেবার নিমিত্তে সদা প্রস্তুত থাকে। কে কোন্ ধর্ম, সম্প্রদায় এবং জাতিভূক্ত তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তার সেবায় নিয়োজিত হয়। তাদের লক্ষ্য একটিই— আমরা মানব সেবা করবো। এছাড়া প্রয়োজনে অন্যের সেবায় এগিয়ে আসা আর যতটা সম্ভব অন্যের কাজ সহজ করা।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক, এ চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানবতার সেবা করা। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ চেতনার সাথে অনেক এমন আহমদী আছেন যারা মানবতার সেবা করেন। তারা মুহসিন ঠিকই তবে সেবা করার পর খোঁটা দেন না। তারা মুহসিন হতে পারে না যারা অনুগ্রহ করার পর খোঁটা দেয়। কেননা, যদি খোঁটা দিয়ে বসে তাহলে তাক্বওয়া ও উত্তম

চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। অতএব খোদাভীরুতা তখন প্রকাশ পাবে যদি অনুগ্রহ করে খোঁটা দেয়া না হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের ইঞ্জিনিয়াদের নিন, তারা স্বেচ্ছাসেবা দিতে যায়। যুবকরা রয়েছে, ডাক্তাররা আছেন অথবা অন্যান্য পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ আছে। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকাতে অনেক প্রজেক্টের কাজ চলছে, এসব প্রজেক্টে তারা কাজ করতে যান, স্থানীয় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে হস্ত চালিত পাম্প লাগাচ্ছেন। বিদ্যুত সরবরাহের চেষ্টা করছেন। তাদের জন্য স্কুল নির্মাণ করছেন যাতে তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। ক্লিনিক এবং হাসপাতাল নির্মাণ করছেন যেন স্বাস্থ্য-সেবা সুনিশ্চিত করা যায়। যেন এগুলোর মাধ্যমে তাদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা যায়। এছাড়া আমাদের শিক্ষকগণ এবং ডাক্তাররা বছরের পর বছর সেখানে অবস্থান করে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিকূল পরিবেশে তারা সেখানে অবস্থান করেন। কতক এমন স্থানও আছে যেখানে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই তাসত্বেও সেখানে গিয়ে তারা অবস্থান করেন। সেবার প্রেরণা নিয়ে থাকেন। সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবার মানসে তারা সেখানে যান।

অতএব এ সেই সেবা এবং পুণ্য যা কোন বিনিময়ের আশায় নয় বরং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ভীতি হৃদয়ে ধারণ করে মানব সেবার জন্য করা হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্লাবন এবং ভুমিকম্প ইত্যাদি হচ্ছে সেখানেও আমাদের ডাক্তার ও সেচ্ছাসেবকরা হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর তত্বাবধানে সেবা প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন লোভে নয় বরং শুধুমাত্র তারা সেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যায়। আরো অনেক মানুষ আছে যারা সেবা করছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নয়। মোটকথা যারা সেবা করছে, সদ্ব্যবহার করছে, স্বীয় জ্ঞান ও কর্মদ্বারা অন্যদেরকে উপকৃত করছে আর তারা কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করছে তারাই মুত্তাকী এবং সৎকর্ম পরায়ণ। যেভাবে আমি পূর্বেও এক খুতবায় বলেছি, আহমদী প্রকৌশলীরা বুর্কিফাসুতে একটি 'আদর্শ গ্রাম' বানিয়েছে যেখানে বিদ্যুৎ এবং পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। পাকা ফুটপাথ, স্ট্রীট লাইট, কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে যা স্থানীয় চাহিদা মেটাবে অর্থাৎ যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করতে পারে। এভাবে ছোট্ট গ্রীন হাউস আছে যেখানে শাক-সবজি ইত্যাদি লাগানো হয় যা স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। এর জন্য পানির যোগান দিতে হয় এছাড়া বিভিন্ন গ্রামে আমাদের লোকজন হ্যান্ড পাম্প লাগাচ্ছেন। এ কাজ সম্পন্ন হবার পর স্থানীয় জনগণের আনন্দ দেখার মত হয়ে থাকে। যখন তারা এর ছবিগুলো এখানে নিয়ে আসেন তখন বুঝা যায় যে, কত বড় কাজ ছিল। তারা বলেন, আমরা একে সাধারণ কাজ মনে করেছিলাম কিন্তু স্থানীয়দের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের চেহারায় আনন্দ আর ধরে না কেননা, ৮/১০বছর বয়সের বালককে পাঁচ মাইল দূর থেকে মাথায় করে বালতি ভরে পানি নিয়ে আসতে হতো। তাদের জন্য এটি এক নিয়ামত কেননা, তারা ঘরে বসেই খাবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এ কাজগুলো কোন কিছুর বিনিময়ের লোভে করা হচ্ছে না আর কখনো এ কাজের জন্য খোঁটাও দেয়া হয় না। বরং আমাদের যুবক এবং ইঞ্জিনিয়াররা যখন কাজ শেষে সেখান থেকে ফেরত আসেন তখন তারা যাবার সুযোগ দেয়ার জন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আর এ অঙ্গীকারও করেন, আমরা আগামীতেও যাবো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

এ বছর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিভিন্ন দেশে পাঁচটি 'আদর্শ গ্রাম' বানানো হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অংগ-সংগঠন যাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের আনসারুল্লাহ্ পুরো ব্যয় বহন করার দায়িত্ব

নিয়েছে। এভাবে হিউমিনিটি ফার্স্টও এতে কিছুটা অংশ নিয়েছে। এই মর্মে জার্মানী জামাতকেও আমি ভূমিকা রাখতে বলেছি। অতএব কর্মীদের সেবার এই চেতনাই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে যারা এ সেবার জন্য অর্থ সরবরাহ করে তারাও এই পুণ্যের ভাগীদার সাব্যস্ত হয়। একজন আহমদী যে যুগ ইমামকে মেনেছে, খোদাভীতির সাথে জীবন যাপনের অঙ্গীকার করে যতটুকু সম্ভব সেই তাক্বওয়ার পথে চলার চেষ্টা করে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করে। তখন খোদা তা'লা বলেন, আমি এমন লোকদের সাথে আছি এবং সর্বদা তাদের সাথে থাকি। যখন আমাদের ছেলেরা যাদের কথা আমি বলেছি তারা এ কাজ করে ফেরত আসে তখন তারা নিজেরাই বলে, কাজের বেলায় অনেক সময় আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে অথচ আল্লাহ্ তা'লা অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর স্বীয় কুদরতের মহিমা দেখিয়েছেন এবং এমনভাবে এর সমাধান করেছেন, যে অভিজ্ঞতা ছিল অভাবনীয়ভাবে ।

তারা বলে, এটি দেখে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। একইভাবে আমি যেমনটি বলেছি, মুহসেনীন তাদের বলা হয় যারা নিজেদের সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং নিজেদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিকে উৎকর্ষতা দানের চেষ্টা করে। পুণ্য কাজকে নিজেদের জীবনের বৈশিষ্ট্য বানানো আর এক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি করা। আর সেই সাথে জ্ঞান ও তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ এবং এর মাধ্যমে অন্যদের উপকার সাধন করা। জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি যত বৃদ্ধি পাবে এবং এর সাথে অপরের হিতসাধনের চেষ্টা করা হলে এর মাধ্যমে মুহসেনীনদের অন্তর্ভূক্ত হবার ক্ষেত্রে আর এক ধাপ মানুষ উন্নতি করে, মানুষ আরো এগিয়ে যায়, একটি নতুন রাস্তা নির্ণয় হয় যা তাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পানে নিয়ে যায়। এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির ফলে, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভের নিত্য নতুন আঙ্গিকও দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নৈকট্যের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। তাঁর গুণাবলীর বুৎপত্তি লাভ হয়- ফলে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়। যেন একটি চক্র বা একটি বৃত্ত যা পুণ্যের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে তাক্বওয়ার উচ্চ মার্গে উপনীত করে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত নিয়ে যায়। আবার খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরপর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সামর্থ বৃদ্ধি পায় আর পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার প্রদানের সমধিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অতএব এ হলো সেই অনুগ্রহ যার মাধ্যমে বান্দা মুহসেন হয় আর যা আল্লাহ্ তা'লা একজন মানুষকে বানাতে চান, যারা অনুগ্রহের খোঁটা দেয় না বরং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের কষ্টের মুখে ঠেলে দেন এবং আপন স্বার্থ ছেড়ে দেন। তারা যে নীতির অনুসরণ করেন তাহলো, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য নয় বরং অন্যের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দাও। অ-আহমদীদের সামনে বা যেসব নেতৃবর্গ সাক্ষাত করতে আসে তাদের সামনে অথবা দুনিয়াদার মানুষ যারা ইসলামের উপর আপত্তি করে বা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে যারা সম্পূর্ণভাবে অবহিত নয় এমন অ-আহমদীদের সামনে আমি প্রায়শঃ এ বিষয়টি উপস্থাপন করে থাকি, দুনিয়ার লোকেরা অধিকার আদায়ের প্রতি পুরো জোর দেয়। আর নিজেদের অধিকারের একটি মিথ্যা মান নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য যাচ্ছেতাই করে। ফলশ্রুতি যা দাঁড়ায় তাহলো, অধিকারের দাবীকারীও ন্যায়নীতি ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে না আর প্রাপ্য প্রদানকারীও ন্যায়নীতি ও খোদাভীতি অবলম্বন করে চলে না। এতে মুসলমান অমুসলমান উভয় গোষ্ঠীই অন্তর্ভূক্ত। আর এরফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় অথচ মুসলমানদের উচিত ইসলামের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এর উপর যদি আমল করে

তাহলে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে নৈরাজ্য বিদ্যমান, কমপক্ষে মুসলিম দেশগুলোতে যে নৈরাজ্য বিরাজমান— তা কখনো হতো না।

ইসলামের শিক্ষা হলো, অন্যের অধিকার প্রদান করো। কেউ অধিকার চাওয়ার পূর্বেই তার অধিকার প্রদান করো। বরং তার প্রতি অনুগ্রহ করে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। তাদের প্রয়োজনের প্রতি তাদের তুলনায় বেশী যত্নবান হও। যেমন কর্মচারী ও সেবকদের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, তুমি যা পরিধান কর গরীব কর্মচারীকেও তা-ই পরিধান করাও। তুমি যা খাও তাকেও তা-ই খাওয়াও। বিশ্বের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে কোন দেশের জনগণ ক্ষুধার্ত থাকতে পারে না, তাদের অধিকার কখনো খর্ব হতে পারে না, তারা বস্ত্রহীন থাকবে না। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের দৃশ্য টেলিভিশনে দেখানো হয়। শিশুরা নিরন্ন জীবন যাপন করছে, অনেকে খাদ্যাভাবে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত বা সঠিকভাবে তাদের দৈহিক বিকাশ হচ্ছে না। পুষ্টিহীনতার শিকার মায়েরা ক্ষুধার্ত; কোলের শিশুকে দুধ দিতে পারেন না। অতএব যদি সম্পদ করায়ত্ব করার চিন্তা পরিহার করে প্রাপ্য প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়, অনুগ্রহশীল বা মুহসেনীন হয়ে অন্যের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং গরীবদেরকে স্বনির্ভর করা হয় তাহলে বিশ্বে মাথাচারা দেয়া বর্তমান সমস্যাবলী এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। যদি মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও নিজেদের দেশে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং নেতৃবৃন্দ ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত করার পরিবর্তে জনগণের প্রতি যত্নবান হয়, সৎকর্মের প্রতি মনোযোগী হয় খোদাভীতির নীতি অনুসরণ করে, তাহলে এই অনুপম শিক্ষার বর্তমানে আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে কখনো এ অস্থিরতা, দারিদ্র, অভাব-অনটন ও দুরবস্থা হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোতেই এ অবস্থা সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অন্যরাও এ সুযোগকে লুফে নেয়। যখনই আমি লোকদের সামনে একথা বলেছি, যদি এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে আর তোমরা যদি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করো তবে পৃথিবীতে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো আপনা-আপনি দূর হয়ে হয়ে যাবে। এ বিষয়ে অধিকাংশ লোক বলে থাকেন, প্রকৃত কথা এটিই এবং এটিই ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা। কিন্তু তারা যখন নিজেদের বৈঠকে ফেরত যায়, তখন তাদের ব্যক্তিস্বার্থ সমূহ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়। জাতীয় স্বার্থ অবশ্যই দেখা উচিত, যদি তা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেখা হয় কিন্তু অন্যের অধিকার খর্ব করে নয়— তবে অবশ্যই তা করা যায়। এটি জানা কথা, প্রথমে মানুষ যেভাবে নিজের স্বার্থ দেখে, তেমনি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। কিন্তু অন্যের সম্পদ করায়ত্ব করার জন্য দেশীয় স্বার্থকে ব্যবহার করা একটি ভ্রান্ত রীতি। অন্যের স্বার্থ খর্ব করে নিজের নাম সর্বস্ব অধিকার লাভের চেষ্টা করা খুবই অন্যায়। এসব বিষয় স্বার্থপরতার অন্তর্ভূক্ত। এসব বিষয় কেবল বিশৃঙ্খলাকেই উসকে দিয়ে থাকে।

যাহোক প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো, তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। এর মাধ্যমেই আমরা আত্ম সংশোধন করতে পারব এবং সমাজকেও আমাদের সীমিত গন্ডীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতে পারব। 'সিবগাতুল্লাহ্' কে সামনে রেখে আমাদের উচিত সামর্থ ও সাধ্য অনুযায়ী নিজেদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ধারণের জন্য চেষ্টা করা। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ দেয়া ও সদা এর জন্য প্রস্তুত থাকা। তাহলে পার্থিব এসব নিয়ামত আমাদের সেবক হয়ে যাবে। আমাদের জীবনে এসব পার্থিব জিনিষের গুরুত্ব গৌণ হয়ে

যাবে আর সেই সুফল আসবে অর্থাৎ যদি মানুষ বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য এসব কাজ করে তাহলে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে। মোটকথা যে দৃষ্টিকোন থেকেই আমরা দেখি না কেন, আমাদের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীদের বা সৎকর্মশীলদের কীভাবে পুরস্কৃত করেন এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলেছেন, بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা আল্ বাকারা:১১৩) অর্থাৎ জেনে রাখো, যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে খোদা তা'লার নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার প্রভুর নিকট তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। তারা ভীতও হবে না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন তোমাদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হবে একমাত্র আমার সত্তা এবং তোমরা কেবল আমার-ই চতুপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে, আমার সন্তুষ্টি যদি তোমাদের মূল লক্ষ্য হয়। একজন তাক্বওয়াশীল বান্দা যখন পুরোপুরি খোদা তা'লার সমীপে আত্মসমর্পণ করে তখন খোদা তা'লা স্বয়ং তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, তার সব দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার সব কিছু খোদা তা'লার নিকট সমর্পণ করে আর তাঁর দরবারে বিশুদ্ধচিত্তে বিনত হয় তখন তার সব দুঃশ্চিন্তা ও ভয় অমূলক হয়ে যায়। অনুগ্রহশীল হিসেবে নিজের সমস্ত যোগ্যতাকে সৃষ্টির সেবা এবং মানব সেবায় নিয়োজিত করে; তার কীসের দুঃখ, কিসের ভয়? এ দু'টি কাজ এমন যা বান্দাকে খোদা তা'লার স্নেহের ক্রোড়ে স্থান দেয়। এটিই প্রকৃত খোদা ভীতির পরিচয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **'বড় বড় পাপ যেমন ব্যভিচার, চুরি, অন্যের অধিকার হরণ, লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, তুচ্ছতাচ্ছিল করা এছাড়া কৃপণতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা, নীচ অভ্যাস পরিত্যাগ করে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করা মুত্তাকী (খোদা ভীরু) হবার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। মানুষের প্রতি মহানুভব হওয়া, উত্তম ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং খোদা তা'লার প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। খোদা তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত মাকামে মাহমুদকে অন্বেষণ করা। এই গুণাবলী থাকলেই মানুষ মুত্তাকী (খোদা ভীরু) আখ্যা পায়, আর যাদের মাঝে এ গুণাবলীর সমাহার ঘটে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী সাব্যস্ত হয়'**। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন কোন গুণ যদি কোন একজনের মাঝে পরিদৃষ্ট হয় তবে সে মুত্তাকী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমষ্টিগত ভাবে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী তার মাঝে না থাকবে। 'আর এসব মানুষের জন্যই لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না। এরপর তাদের আর কী চাই? আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অভিভাবক হয়ে যান যেমন তিনি বলেছেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ। (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৯৭) অর্থাৎ তিনি পুণ্যবানদের সঙ্গ দেন আর তাদের অভিভাবক হন।

তিনি (আ,) বলেন, **'হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত হয়ে যান, যা দিয়ে তারা ধরে। তাদের চোখ হয়ে যান যদ্বারা তারা দেখে। তাদের কান হয়ে যান যা দিয়ে তারা শোনে। তাদের পা হয়ে যান যদ্বারা তারা চলে। আর অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে আমার বন্ধুর শত্রুতা করে তাকে বলি, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্যত্র বলেছেন, যখন কেউ খোদা তা'লার বন্ধুর উপর আক্রমণ করে খোদা তা'লা তাকে সেভাবে আক্রমণ করেন যেভাবে কেউ বাঘিনীর বাচ্চা ছিনিয়ে নিতে চাইলে সে হুংকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে'**।

অতএব কতইনা সৌভাগ্যশালী তারা যাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ্! আর খোদা তা'লা যাদের বন্ধু হয়ে যান– তাদের দুঃখ ও ভয় এমনিতেই উবে যায়। ভবিষ্যতে পুণ্যকর্ম করার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। বিগত দিনের কোন মন্দকর্ম থাকলেও সেটি ক্ষমা হয়ে যায়। মানুষের

নিজেদের ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে অনেকেই এ্যাসাইলাম করেছেন। তাদের সব সময় দুঃশ্চিন্তা থাকে, জানি না রায় কি হবে? এই ভয়ের কারণে আমি অনেকের ওজন কয়েক কিলোগ্রাম কমে যেতে দেখেছি। সাক্ষাতের সময় তাদের চেহারা মলিন দেখায়। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এজন্য উদ্বিগ্ন ও ভীত যে জানা নেই আগামীতে কি হবে? ছাত্ররা পরীক্ষার কারণে ভীত থাকে। মোটকথা ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষকে একটা ভয়ের মধ্যে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত এর ফলাফল প্রকাশিত না হয়। এভাবে দুঃখ-বেদনা, যা অতীত ঘটনাবলীর কারণে হয়ে থাকে। মানুষ যত বেশি দুঃখ পায় ততই সে দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। অনেক বস্তুবাদী মানুষ নিজেদের ব্যবসায়িক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে এতটাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেকের হৃদয় এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, স্থায়ীভাবে সয্যাশায়ী পড়ে পড়ে বা দুনিয়া থেকেই চলে যায়। যাহোক একজন মু'মিন-মুত্তাকী ও সদাচারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের কোন ভয় নেই আর কোন দুঃখ নেই। একজন ধার্মীক মানুষ যার খোদা তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রয়েছে আর সেভাবে যে জীবন যাপনের চেষ্টা করে, সে কখনো জাগতিক দুঃখ-বেদনার কাছে পরাজিত হয় না। পুণ্যবানদের জীবনেও যে ভয়-ভীতি এবং দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তা জাগতিক দুঃখ নয় বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের বেদনা হয়ে থাকে। তা খোদা তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবার ভয়ে হয়ে থাকে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক পংক্তিতে বলেছেন:
'অহর্নিশি এই চিন্তায়ই কাটে যে সেই বন্ধু কখন সন্তুষ্ট হবে'।

অতএব এটি হলো, বন্ধুকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা আর শঙ্কা। এই ভয় তাদের মনোযোগকে দোয়া এবং যিক্‌রে এলাহীর প্রতি অধিক নিবদ্ধ করে থাকে আর أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ -এর ধ্বনি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার স্মরণই তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে যা অতীত দুঃখকেও দুর করে আর ভবিষ্যতের ভীতি দূরীভূত হবার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করে থাকে। তাক্বওয়ার পথে পদচারণাকারীদের ভীতি মূলতঃ প্রেম এবং ভালবাসার ভীতি হয়ে থাকে। তাক্বওয়ার অর্থই হলো, এমন ভয় বা আকুলতা যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যাকুল করে তুলে।

অতএব এই ব্যাকুলতাই হৃদয়ের দৃঢ়তার কারণ হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয়। জগতপূজারী মানুষের ব্যাকুলতা পক্ষান্তরে তাদের হৃদয়ের উপর আঘাত হানে। আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বনকারী ও সদাচারীরা আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে যত্নবান হয় আর নিজের কর্মের প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেয় যার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হয়। অতএব দুনিয়াদার এবং ধার্মিক লোকদের দুঃখ ও ভীতির ভেতর মূলতঃ এটিই পার্থক্য। তাই এক জন আহমদীকে নিজের অবস্থায় এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা আবশ্যক যা তাকে তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত করবে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত বানাবে, যাতে আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে সক্ষম হই আর যা আমাদেরকে ইহ ও পরকালের ভীতি থেকে নিরাপদ রাখবে। আমাদের যদি কোন দুঃখ থেকে থাকে তাহলে তা এমন হওয়া উচিত যা খোদা তা'লার ভালবাসাকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহও অধিক বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এতে আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা যদি খোদার ভালবাসার সঠিক মান অর্জন করতে পারি তাহলে সত্য সত্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথী হবেন।

উদাহরণ স্বরূপ যেভাবে আমি বলেছি, অধিক বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখবেন, আমার বান্দা সৎকর্মশীল হয়ে উঠছে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমার বৈশিষ্ট্যাবলী আপন সত্তায় ধারণ করছে, আমি কেন তার প্রতি অনুগ্রহবারী বর্ষণ করবো না? আল্লাহ্ তা'লা এমনিতেই বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বৃষ্টি যখন বর্ষিত হয় এরফলে শুধু এ জগতের চিন্তাই দূর হয় না বরং তাঁর অনুগ্রহ এবং পুরস্কারের সংকুলান কঠিন কয়ে যায়।প্রকৃত তাক্বওয়ার প্রতি একজন মু'মিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেন, **'প্রকৃত তাক্বওয়ার সাথে অজ্ঞতার সংমিশ্রণ থাকতে পারে না। প্রকৃত তাক্বওয়া নিজের মাঝে একটি জ্যোতি রাখে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন,** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (সূরা আল্ আনফাল:৩০) وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ (সূরা আল্ হাদীদ:২৯) **অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা তাক্বওয়ার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো আর আল্লাহ্র খাতিরে মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে অবিচল ও অটল থাকলে খোদা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করবেন। সেই পার্থক্য হচ্ছে, তোমাকে একটি আলো দান করা হবে, যেই আলোর সাহায্যে তোমরা নিজেদের সকল পথ অতিক্রম করবে। এমনকি এই আলো তোমাদের সকল কাজে, কথায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করবে। তোমাদের বুদ্ধি হবে জ্যোতির্মন্ডিত। তোমাদের অনুমান ভিত্তিক কথা, তোমাদের চোখ, তোমাদের কান, তোমাদের জিহ্বা এবং তোমাদের বক্তৃতা এক কথায় তোমাদের সকল উঠাবসা বা গতিবিধিতে আলো থাকবে। আর যে পথে তোমরা যাতায়াত করবে সেই পথ আলোকিত হয়ে যাবে। এক কথায় তোমাদের সকল পথ যেমন অঙ্গপ্রতঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের পথগুলো জ্যোতিতে ভরে যাবে আর তোমরা সম্পূর্ণরূপে আলোতেই বিচরণ করবে'।**

অতএব আল্লাহ্র বান্দা যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় বা হবার চেষ্টা করে তখন তার বিরোধীরাও আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পড়ে। আমরা যেন এই মান অর্জনকারী হই আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমার দোয়া। যেখানে আমরা নিজেরা কল্যাণমন্ডিত হবো সেখানে কল্যাণের ভাগীও করতে পারবো আর বিরোধীদের হাত থেকেও আমরা রক্ষা পাবো। বিরোধীদের সকল প্রকার দুস্কৃতির কুফল তাদের উপরই আঘাত হানুক। আর অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে আমরা যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকে আকর্ষণ করতে পারবো, মানবতার নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারবো ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে পারবো সেখানে আমরা আহমদীয়াতের বিরোধীদের ধরা পড়ার দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করবো, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর এবং সেসব দোয়া করার ও সেই মর্যাদা অর্জন করার তৌফিক দান করুন।

আজকেও আমি একটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো যা বেলুচিস্তানের হারনাইয়ের ডাক্তার আমের সাহেবের। তাঁকে গত ১লা ডিসেম্বর ২০১১ কতক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ক্লিনিকে প্রবেশ করে গুলি করে শহীদ করে। তাঁর শাহদতের খবর বেশ বিলম্বে এসেছে কারণ হলো, সেখানে জামাত নেই তাই সময়মতো জানা যায় নি আর তাঁর স্ত্রীও হারনাই হাসপাতালেই কাজ করতেন। তিনি কায়েদাবাদ জেলার খোশাবে জামাতভূক্ত হন। তিনি তাঁর বংশে একাই আহমদী আর এমনই এক সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল যারা পাকিস্তানে নিজেদের উগ্রপন্থার জন্য কুখ্যাত আর তাদের দলের কেউ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে এটি তারা কখনো মেনে নিতে পারতো না। যাহোক এটিও তাঁর শাহাদতের একটি কারণ হতে পারে। এই পরিবারটি মুজাফফর গড়ে

বসবাস করতো। ১৯৯৪ সালে তারা বয়আত করে। ১৯৯৮সালে তিনি বিয়ে করেন। তার দু'টি ছোট ছোট শিশু সন্তান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং সৎ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁকে স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে স্থান দিন আর তাঁর পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)